নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

করোনাকালীন শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

বজলুর রহমান আনছারী
২৪ মে ২০২১ ০০:০০ | আপডেট: ২৩ মে ২০২১ ২২:৩১

প্রায় ১৪ মাস ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক ধরনের মানসিক উৎকণ্ঠা। তবে করোনাকালীন সংসদ টেলিভিশন রেকর্ডেড ক্লাস প্রচার করছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনলাইন ক্লাস চালু করেছে। এসব কার্যক্রম খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে হয়নি। কেননা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সশরীরী উপস্থিতি ও ভাববিনিময় প্রকাশের মূল কেন্দ্র হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনলাইন ক্লাসে ভাব প্রকাশের সুযোগ না থাকায় ফলপ্রসূ না হওয়ার অন্যতম কারণ।

গত জানুয়ারিতে গণসাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে, ৫৬ শতাংশ শিক্ষার্থী সংসদ টেলিভিশনের ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছে। অনলাইন ক্লাসে অংশ নিয়েছে ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী। কিন্তু বাস্তবতা আরও ভিন্ন। মফস্বলে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে- যেগুলোর একজন শিক্ষার্থীরও টেলিভিশন বা অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি। এর পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টিভি/কম্পিউটার/ ল্যাপটপ/ স্মার্টফোন না থাকা, বিদ্যুতের লোডশেডিং, নেটওয়ার্ক সমস্যা, ইন্টারনেটের অপ্রতুলতা, অনভ্যস্ততা, অনাগ্রহ, পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। শহরের শিক্ষার্থীরা এ কার্যক্রমে কিছুটা উপকৃত হলেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মফস্বলের শিক্ষার্থীরা।

গত মার্চে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর প্রস্তুতি গ্রহণ করলেও সংক্রমণের হার বেড়ে যাওয়ায় খোলার তারিখ কয়েক দফা পিছিয়ে ২৯ মে পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, এটি আবারও বৃদ্ধি হতে পারে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সবকিছু চালুর ঘোষণা দিলেও প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্যবিধি উপেক্ষিত হচ্ছে সর্বত্রই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রেণি কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা অনেকাংশেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আর দেরি না করে ২৯ মের পর শিক্ষা কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে এখনই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সংক্রমণ হার বিবেচনা করে অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪ মাস ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানমুখী করার জন্য গ্রহণ করতে হবে নানামুখী পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠানের ছুটি কমিয়ে আনতে হবে। এ ছাড়া বৃদ্ধি করতে হবে সংস্কৃতিচর্চা, খেলাধুলা, বিতর্ক, সৃজনশীল কর্মকা-ের পরিধি। জোরদার করতে হবে মনিটরিং কার্যক্রম। শিক্ষার্থীদের মানসিক সংকট কাটিয়ে ওঠার উপায়ও খুঁজতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে কোচিংবাণিজ্যের দিকে ঝুঁকে না পড়ে, এ জন্য প্রতিষ্ঠানে ফলপ্রসূ পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের সক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হবে। আগামী বাজেটে শিক্ষা খাতে অবশ্যই বরাদ্দ বৃদ্ধি করে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই শিক্ষার এ সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

বজলুর রহমান আনছারী : উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোনা

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোহাম্মদ গোলাম সারওয়ার

১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ফোন: ৫৫০৩০০০১-৬ ফ্যাক্স: ৫৫০৩০০১১ বিজ্ঞাপন: ৮৮৭৮২১৯, ০১৭৬৪১১৯১১৪

ই-মেইল : news@dainikamadershomoy.com, editor@dainikamadershomoy.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯

Privacy Policy